15তম পূর্ব এশিয়া শীর্ষ সম্মেলন

14 নভেম্বর, 2020

১. বিদেশমন্ত্রী ডঃ এস জয়শঙ্কর ১৫ই নভেম্বর ২০২০ 15তম পূর্ব এশিয়া শীর্ষ সম্মেলনে (ইএএস) ভারতের প্রতিনিধিত্ব করেছিলেন। শীর্ষ সম্মেলনের সভাপতিত্ব করেন আসিয়ান চেয়ার হিসাবে ভিয়েতনামের প্রধানমন্ত্রী মহামান্য উয়ান চুয়ান ফুক তার দক্ষতায়। ইএএস-এর আঠারোটি সদস্য দেশই ভার্চুয়াল শীর্ষ সম্মেলনে অংশ নিয়েছিল।

২. বিদেশমন্ত্রী, তার বক্তব্যে কৌশলগত সমস্যার বিষয়ে মতবিনিময় করার জন্য নেতৃত্বমূলক মঞ্চ হিসাবে ইএএস-এর গুরুত্বকে পুনরায় নিশ্চিত করেছেন। তিনি আন্তর্জাতিক আইন অনুসরণ, আঞ্চলিক অখণ্ডতা ও সার্বভৌমত্বকে সম্মান করার, এবং নিয়মের ভিত্তিতে একটি বৈশ্বিক ব্যবস্থার প্রচারের গুরুত্বের কথা বলেছিলেন।

৩. কোভিড-19-সম্পর্কে, তিনি মহামারীর ব্যাপারে ভারতের প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে ইএএস নেতৃত্বকে অবহিত করেন এবং আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে সমর্থন করার জন্য ভারতের প্রচেষ্টার কথা তুলে ধরেন। তিনি COVID ভ্যাকসিনকে সুলভ এবং সাশ্রয়ী মূল্যে সমস্ত দেশের কাছে পৌঁছে দিতে সহায়তা করার ক্ষেত্রে প্রধানমন্ত্রী শ্রী মোদীর প্রতিশ্রুতি পুনর্ব্যক্ত করেছিলেন।

৪. বিদেশমন্ত্রী তার কেন্দ্রস্থলে আসিয়ানের সাথে সুসংহত এবং গঠনমূলক মহাসাগরীয় স্থান হিসাবে ভারত-প্রশান্ত মহাসাগরীয় ক্রমবর্ধমান আগ্রহের কথা উল্লেখ করেছেন। তিনি আসিয়ান আউটলুক এবং ভারতের ভারত-প্রশান্ত মহাসাগরীয় উদ্যোগের মধ্যে সমন্বয়কে প্রশংসা করেছিলেন। সম্প্রতি অন্যান্য দেশ ঘোষিত ভারত-প্রশান্ত মহাসাগরীয় নীতি সম্পর্কে ভারত সমানভাবে সদর্থক ছিল। আন্তর্জাতিক সহযোগিতার প্রতি অঙ্গীকারবদ্ধ থাকলে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণকে একত্রিত করা কখনই চ্যালেঞ্জ হতে পারে না।

৫. দক্ষিণ চীন সাগরের বিষয়ে, বিদেশমন্ত্রী এই অঞ্চলের বিশ্বাস ক্ষুণ্নকারী কাজকর্ম ও ঘটনা সম্পর্কে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। তিনি বলেন যে আচরণবিধি সংক্রান্ত আলোচনার বিষয়টি যেন তৃতীয় পক্ষের বৈধ স্বার্থের প্রতি পক্ষপাতমূলক না হয় এবং সেট যেন ইউএনসিএলওএস-এর সাথে সম্পূর্ণ সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়। তিনি সন্ত্রাসবাদ, জলবায়ু পরিবর্তন, মহামারী ইত্যাদির মতো জাতীয় সীমানা অতিক্রমকারী চ্যালেঞ্জের মোকাবেলায় COVID-পরবর্তী বিশ্বে বৃহত্তর আন্তর্জাতিক সহযোগিতার প্রয়োজনীয়তার উপরও জোর দিয়েছেন।

৬. শীর্ষ সম্মেলনে ইএএস মঞ্চটিকে শক্তিশালী করার এবং এর 15তম বার্ষিকীতে উদীয়মান চ্যালেঞ্জগুলির প্রতি এটিকে আরও সংবেদনশীল করে তোলার এবং হা নোই ঘোষণাপত্র গ্রহণের উপায়গুলি নিয়ে আলোচনা করা হয়েছিল। নেতৃবৃন্দ নিরাপদে, কার্যকর ভাবে এবং সাশ্রয়ী মূল্যে কোভিড-19 ভ্যাকসিনগুলি সকলের কাছে পৌঁছে দেওয়া সুনিশ্চিত করতে সহযোগিতার উপর গুরুত্ব দিয়েছিলেন। তারা দ্রুত এবং টেকসই অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধারের জন্য আন্তর্জাতিক সরবরাহ শৃঙ্খলগুলিকে উন্মুক্ত রাখতে আরও বেশি সহযোগিতা করার আহ্বান জানিয়েছেন। দক্ষিণ চীন সাগর, কোরিয়ান উপদ্বীপের অবস্থান এবং রাখাইন স্টেটের মতো আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক সমস্যাগুলি নিয়েও আলোচনা হয়েছিল। হা নোয়ের ঘোষণাপত্রের পাশাপাশি এই শীর্ষ সম্মেলনে সামুদ্রিক স্থায়িত্ব; মহামারী প্রতিরোধ ও প্রতিক্রিয়া; মহিলা, শান্তি ও সুরক্ষা; এবং আঞ্চলিক অর্থনীতির স্থিতিশীল সমৃদ্ধি সম্পর্কিত অন্যান্য আরও চার নেতার বক্তব্য গৃহীত হয়েছে।

নিউ দিল্লি
14 নভেম্বর, 2020

DISCLAIMER: This is an approximate translation. The original is available in English on MEA's website and may be referred to as the official press release.